তারিখ 19 APR 2015
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৫

ফিউচার লিডার্স লিগ | সেরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বেলাল এইচ রাহাত

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে একেকটি আকাশছোঁয়া স্বপ্ন থাকে। আর সেই স্বপ্নের পেছনে ছোটে সবাই। বড় হয়ে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নের সিঁড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন। যেখান থেকে বিশ্বকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটে। আর তার হাত ধরেই শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি হয় নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা। বর্তমান বিশ্ব যখন তারুণ্যের আলোয় প্রযুক্তির নন্দন ছাপিয়ে স্পন্দন হতে চলছে, ঠিক সে সময় বিশ্বের দরবারে তার প্রমাণ রেখেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) তিন শিক্ষার্থী। ২০১৪ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে ইউনিলিভার 'বিজমায়েস্ট্রোস' প্রতিযোগিতায় স্বনামধন্য ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ টিমের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দেশসেরা হিসেবে 'ফিউচার লিডার্স লিগ'-এ বাংলাদেশের হয়ে নেতৃত্বে দেওয়ার সুযোগ পায়। তার ধারাবাহিকতায় গত ১৪ মার্চ লন্ডনের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করে তিন সদস্যের এ দলটি। সেখানে চার দিন ধরে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে নিজেদের তৈরি করে নেন তারা। পরে ১৯ মার্চ বিশ্বের দেশসেরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর শিক্ষার্থী নুসরাত খন্দকার, আফতারুল ইসলাম উৎসব ও আকিব মাশরুর। অনুষ্ঠিত ফিউচার লিডার্স লিগ ২০১৫-এর চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ প্রথম রানারআপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে। আর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতের এসপি জ্যায়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ এবং দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে নরওয়ের টিম নর্ডিক। ফাইনাল পর্বের এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের প্রভাবশালী ৩০টি দেশের ৯০ শিক্ষার্থী অংশ নেন। তার আগে ১৮ মার্চ গ্রুপপর্বে ভালো ফল করে বিশ্বসেরা দশে স্থান করে নেন তারা।

বাংলাদেশ টিমের সদস্য আফতারুল ইসলাম উৎসব জানান, 'বিশ্বের খ্যাতনামা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মজাই আলাদা। তাদের পেছনে ফেলে যখন আমরা সামনে এগিয়ে যাই, তখন যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।' মূলত শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়িক উদ্ভাবন শক্তির খোঁজে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইউনিলিভার 'ফিউচার লিডার্স লিগ'। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের পণ্য বিপণন নিয়ে সৃজনশীল ধারণা উপস্থাপন করতে হয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন। কিন্তু সবার ধারণাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশি তরুণদের যুক্তি স্থান করে নেয় বিশ্ব মঞ্চে। ইউনিলিভারের কর্নেটো আইসক্রিম ডিজিটালের মাধ্যমে কীভাবে এক বিলিয়ন ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার সৃজনশীল কৌশল উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা। অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই পণ্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য সবচেয়ে ভালো আইডিয়া খুঁজে বের করেন তারা। আর একক এ আইডিয়া দেওয়ার কারণে বিশ্ব মঞ্চে প্রথম রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ।

টিমের আরেক সদস্য নুসরাত খন্দকার জানান, 'এমন মঞ্চে অংশ নিয়ে মনে হয়েছে আমরাও বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে পারি। আমাদের মেধা, শ্রম ও সৃজনশীল চিন্তা পাল্টে দিতে পারে অনেক কিছু। এখন সময় এসেছে সাধারণ মানুষ ও বাংলাদেশের জন্য কিছু করার।'

আকিব মাশরুর জানান, 'বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। যা আমাদের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে। সামনে আমরা আরও অনেক এগিয়ে যেতে চাই। নিজ উদ্যোগে এমন কিছু করতে চাই, যাতে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।' ■